গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর কার্যালয়
বাগেরহাট
জাস্টিস অফ দি পিস এর আদেশ

আদেশ নং-৬১ তারিখঃ **১৭/০৬/২০২৫ খ্রি.।**

সড়ক পরিবহণ আইন, ২০১৮ এর বিভিন্ন বিধান লংঘনের প্রেক্ষিতে উক্ত আইনের ১০৮ ও ১১৩ ধারায় চালকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান রাখা আছে। ১০৮ ধারা প্রয়োগের পদ্ধতি সম্পর্কে সড়ক পরিবহণ বিধিমালা, ২০২২ এর ১৬১ নং বিধিতে বলা আছে, তবে ১১৩ ধারা প্রয়োগের পদ্ধতি সম্পর্কে উক্ত বিধিমালায় সুস্পষ্ট কোনো বিধান নেই। বর্তমানে ট্রাফিক/হাইওয়ে পুলিশ কর্তৃক চালকের বিরুদ্ধে যে বাবস্থা গ্রহণ করা হয় তা মূলত সড়ক পরিবহণ আইন, ২০১৮ এর ১০৮ যারা এবং সড়ক পরিবহণ বিধিমালা, ২০২২ এর ১৬১ নং বিধির সমন্বিত প্রয়োগ। সড়ক পরিবহণ আইন, ২০১৮ এর ১০৮(১) ও (২) ধারায় উক্ত আইনের কতিপয় ধারার বিধান লংঘনের অপরাধে চালকের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে নির্ধারিত পরিমাণ জরিমানা আরোপের বিধান রাখা আছে এবং সড়ক পরিবহণ বিধিমালা, ২০২২ এর ১৬১ নম্বর বিধিতে বলা আছে যে, অভিযোগটি ফরম নম্বর ৪৪ এর মাধ্যমে প্রস্তুত করতে হবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যুক্তিসংগত পরিমাণ জরিমানা আরোপ করতে হবে। আবার উক্ত জরিমানার টাকা নির্ধারিত তারিখের মধ্যে পরিশোধ করা না হলে উক্ত আইনের ১০৮(৩) ধারা মতে চালকের বিরুদ্ধে উপযুক্ত আদালতে অর্থাৎ এখতিয়ারাধিন জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে অভিযোগ দায়েরের বিধান করা আছে। নিম্নস্বাক্ষরকারী এই জেলায় চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে যোগদান করার পর থেকে লক্ষ্য করছে যে, এই জেলায় সড়ক পরিবহণ আইন, ২০১৮ এর ১০৮ (৩) ধারা এবং সড়ক পরিবহণ বিধিমালা, ২০২২ এর ১৬১ নং বিধি অনুসরণপূর্বক ট্রাফিক/হাইওয়ে পুলিশ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট এখতিয়ারাধীন আদালতে অভিযোগ দায়ের করা হয় না।

সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর (৩) উপ-ধারায় বলা আছে যে, *" উপ-ধারা (২) এর অধীন আরোপিত জরিমানার অর্থ প্রদান করা না হইলে, যে স্থানে অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে, উক্ত এলাকার আঞ্চলিক এখতিয়ারসম্পন্ন পুলিশ সুপার বা ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটান এলাকার ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশ (ট্রাফিক), বা তৎকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো পুলিশ কর্মকর্তা, বা যথাযথ অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর অপরাধীর বিরুদ্ধে উপযুক্ত আদালতে অভিযোগ দায়ের করিবেন"।*

লক্ষ্যণীয় যে, এই উপ-ধারায় বলা হয়নি যে, জরিমানার অর্থ প্রদান করা না হলে অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন, বরং বলা হয়েছে যে 'দায়ের করিবেন'। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা মামলা দায়ের করতে বাধ্য, এটি তার স্বেচ্ছাধীন (Discretionary) বিষয় নয়। আইনে প্রদত্ত সময় অতিবাহিত হলেই বিষয়টি আদালতের এখতিয়ারাধীন বিষয় হয়ে যায়। নির্ধারিত তারিখ অতিবাহিত হওয়ার পর ট্রাফিক/হাইওয়ে পুলিশ কর্তৃক অভিযুক্ত চালকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা না নেওয়ার অর্থ হচ্ছে আদালতের এখতিয়ারের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা।

এমতাবস্থায়, The Code of Criminal Procedure, 1898 এর ২৫ ধারার ক্ষমতাবলে বাগেরহাট জেলার জাস্টিস অফ দি পিস (Justice of the Peace) হিসাবে এই নির্দেশনা জারি করা হলোঃ-

(১) সড়ক পরিবহণ আইন, ২০১৮ এর ১০৮(১) ধারা এবং সড়ক পরিবহণ বিধিমালা, ২০২২ এর ১৬১ নম্বর বিধি মতে, ট্রাফিক/হাইওয়ে পুলিশ কর্তৃক কোনো চালকের বিরুদ্ধে জরিমানা আরোপ করা হলে এবং নির্ধারিত তারিখের মধ্যে অভিযুক্ত কর্তৃক জরিমানা পরিশোধ করা না হলে পরিশোধের তারিখ অতিবাহিত হওয়ার ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে আইনানুগ সকল পদ্ধতি অনুসরণ করে অবশ্যই এখতিয়ারাধীন জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা/অভিযোগ দায়ের করতে হবে।

(২) অভিযুক্ত চালকের ঠিকানা বাগেরহাট জেলার বাইরে হলে এবং উক্ত ঠিকানা যাচাই বাছাই করার ক্ষেত্রে ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে সম্ভব না হলে সংশ্লিষ্ট আমলী আদালতের বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটকে উক্ত বিষয়টি অবহিত করে এবং অভিযুক্ত চালকের বিরুদ্ধে মামলা/অভিযোগ চলমান আছে মর্মে সংশ্লিষ্ট আদালতকে সন্তুষ্ট করে তার নিকট থেকে যৌক্তিকভাবে সময় বর্ধিত করে নিতে হবে।

(৩) সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ ও সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২২ তে উল্লিখিত আদালত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে। Criminal Rules and Orders এর বিধান মতে ট্রাফিক/হাইওয়ে থানা পরিদর্শনকালে উপর্যুক্ত বিধানসমূহের ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হলে অথবা অন্য কোনোভাবে উপর্যুক্ত বিধানসমূহের ব্যত্যয় আদালতের গোচরে আসলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সংশ্লিষ্ট সকলকে অবগত করানো হোক।

(এস, এম, আনিসুর রহমান)
চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট
বাগেরহাট
তারিখঃ